264

তারিখ 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাবি'র সাত অনুষদে ডীন নির্বাচন আজ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আজ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদে ডীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ডীন নির্বাচনকে কেন্দ্র

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি'র সাত

(প্রথম পাতার পর)

করে শিক্ষক রাজনীতি এখন তুঙ্গে নির্বাচনে সরকার সমর্থক ও সরকারবিরোধী দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। এবারের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীলদের বিপুল বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

সরকার সমর্থক শিক্ষকদের 'নীল দল' এবং বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের 'সাদা দল' ৭টি অনুষদে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। নির্বাচনী প্রচারণার নীল দলের প্রার্থীরা সমন্বিতভাবে বলছেন তাঁরা জয়ী হলে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমুন্নত রাখবেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩'র সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন, ক্যাম্পাসকে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও মেধাও যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগদাননীতি অব্যাহতভাবে অনুসরণ করা, নতুন শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশ, নগরায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে নতুন-নতুন বিভাগ, ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন অনুষদভুক্ত গবেষণা কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সেন্টার অব একসেলেন্স প্রতিষ্ঠা করা, তরুণ শিক্ষকদের বঙ্গবন্ধু বৃত্তির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা উল্লেখ করেন।

সাদা দলের শিক্ষকরা নির্বাচনী প্রচারে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগ করেছেন। তাঁরা বলছেন, সাদা দলের প্রার্থীদের বিজয়ী করা হলে ৭৩'র অধ্যাদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করা হবে। দলমত, পছন্দ-অপছন্দের উর্ধে থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে যথাসময়ে প্রত্যেক শিক্ষকের উচ্চতর পদে নিয়োগ নিশ্চিত করা, সকল প্রকার বাইরের হস্তক্ষেপ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের গ্রাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

গত শিক্ষক সমিতি ও সিন্ডিকেট নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে 'নীল দল' সন্তোষজনক ফল লাভ করতে পারেনি। তবে গত সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে নীল দলের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর তারা অভ্যন্তরীণ সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছে। এদিকে সরকারবিরোধীদের মধ্যে কট্টরপন্থী ও উদারপন্থীদের দ্বন্দ্বের কারণেও সরকার সমর্থকদের ভাল করার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭টি অনুষদের কমপক্ষে ৫টি অনুষদে নীল দলের জয় প্রায় সুনিশ্চিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ সকাল ন'টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। মোট ভোটার প্রায় সাড়ে আট শ'। ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ উপউপাচার্য অধ্যাপক শাহদত আলী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন।